আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি

গবেষণা সিরিজ-৪০

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 0197301504

ISBN Number : 978-984-35-2113-2

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৭০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ক্রিয়েটিভ ডট
৩১/১ পুরানা পল্টন, শরীফ কমপ্লেক্স (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০
মোবাইল : ০১৮১১ ১২০২৯৩, ০১৭০১ ৩০৫৬১৫
ই-মেইল : creativedot8@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে Common sense/আকল	২৬
৭	আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল কুরআন	২৮
	কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)	২৮
	কোনো বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৯
৮	আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল হাদীস	৪৩
৯	আল্লাহ প্রেরিত ক্ষুদে বার্তার (SMS) আলোকে নেওয়া সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার জন্য মানুষের করণীয়	৪৭
১০	শেষ কথা	৫৮

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির আদি পিতামাতা/আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টির পর নাজ-নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেন। এবং নিষিদ্ধ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসে প্রতারিত হয়ে আদম ও হাওয়া (আ.) আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে তাওবা করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সে তাওবা কবুল করার পর জানিয়ে দেন যে– তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য দুনিয়ায় গিয়ে জীবনযাপন করতে হবে এবং ইবলিসও সাথে থাকবে। মহান আল্লাহর এ সিদ্ধান্তে মানব জাতির আদি পিতা-মাতা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দেন, যুগে যুগে তাঁর কাছ হতে জীবন পরিচালনার তথ্য ধারণকারী কিতাব পৃথিবীতে যাবে। যারা সে কিতাব অনুসরণ করে চলবে তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না (সুরা বাকারা/২ : ৩৮)। অন্যদিকে মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রসূল পাঠান। আর রসূলগণের কাছে ওহী হিসেবে কিতাব নিয়ে এসেছেন ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.)।

মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা অনেক মানুষের নানাবিধ কারণে আল্লাহর কিতাবের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান থাকে না। যাদের জ্ঞান থাকে তাদের পক্ষেও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্যের ভিত্তিতে করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা অধিকাংশ মানুষের আল্লাহর কিতাবের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইবলিস শয়তান তথ্যসন্ত্রাস/ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে বিপথে নেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা মানুষের পেছনে লেগে আছে। তাই, প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক– কিতাব ও নবী-রসূল পাঠানো ছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে মহান আল্লাহ কি অন্য কোনো যোগাযোগের পথ খোলা রাখেননি? যুক্তি (Logic) বলে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছ হতে সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকার কথা। আর কুরআন ও সুন্নায় তা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত আছে। নানা কারণে এ বিষয়টি মানব সভ্যতার কাছে স্পষ্টভাবে আসেনি। বিষয়টি প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আশাকরি মানব সভ্যতার জন্য পুস্তিকাটি ব্যাপক কল্যাণকর হবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

.... .وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

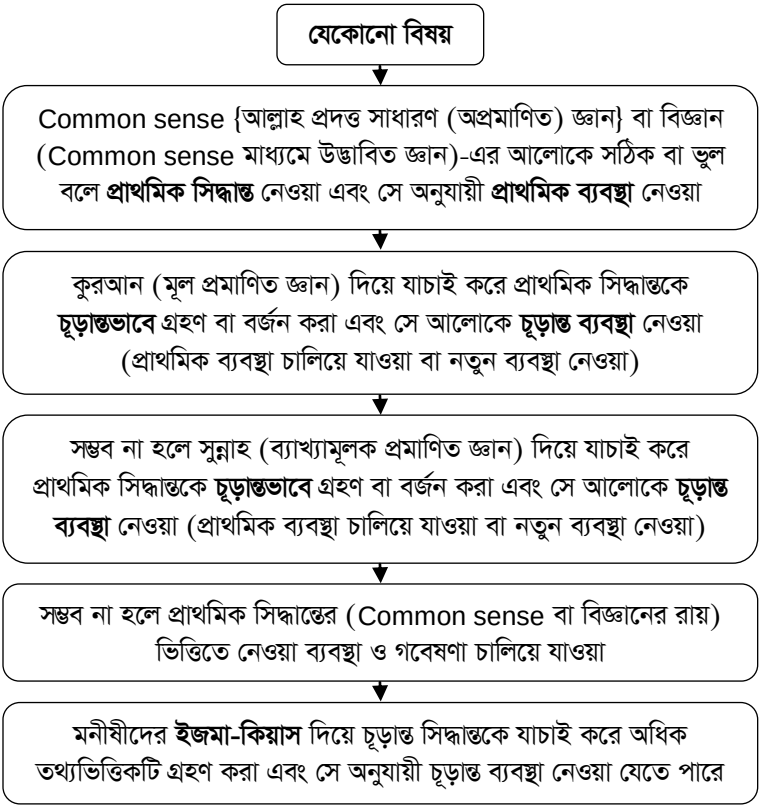

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়া মানব জীবনের জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আবহমান কাল ধরে এ বিষয়ে নানা ধরনের কথা মানব সমাজে চালু আছে। কুরআন ও সুন্নায় বিশেষ করে কুরআনে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। কিন্তু সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে সে সকল আয়াত ও হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা/শিক্ষা মানব সমাজে প্রচার পায়নি। তাই চমৎকার এ বিষয়টির প্রকৃত কল্যাণও মানব সমাজ ভোগ করতে পারেনি। বর্তমানে বিভিন্ন দিকে মানব সভ্যতার জ্ঞান যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে বিষয়টি ধারণকারী আয়াত ও হাদীস বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। তাই, মানব সমাজের ব্যাপক কল্যাণের আশা নিয়ে বিষয়টিতে কলম ধরা হয়েছে। যুক্তি/Logic, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হবে।

বিষয়টি আমরা মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense/আকলের ভিত্তিতে, আল্লাহর জানানো নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক বার্তা ও গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থিত আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত মৌলিক শতবার্তা বইয়ে।

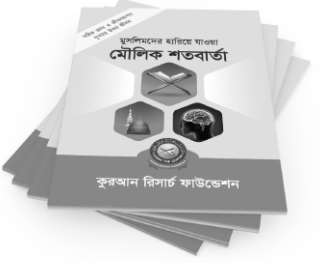

আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে Common sense/আকল

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে Common sense/আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ২টি–

১. Common sense/আকলকে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।

২. Common sense/আকলকে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

মূলনীতি দুটি সামনে রেখে চলুন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক, মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞানার্জন বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে Common sense/আকল কী বলে–

দৃষ্টিকোণ-১ : ভেবে দেখে উত্তর দেবো কথার দৃষ্টিকোণ

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই উত্তর দেন বিষয়টি একটু ভেবে দেখি, পরে জানাবো। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি প্রশ্নকারীকে উত্তরটি জানিয়ে দেন। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ঘটে তা পরে আসা কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-২ : গবেষণা করার দৃষ্টিকোণ

যারা বিজ্ঞান ও কুরআন গবেষণা করেন তাদেরকে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পথপরিক্রমায় সঠিক না হওয়ার কারণে বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়। কুরআন গবেষণা করতে গিয়ে আমার নিজের বেলায়ও এটি অনেকবার ঘটেছে। এ বিষয়টিও কীভাবে ঘটে তা পরে আসা কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৩ : মৌমাছির দৃষ্টিকোণ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ . ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ... ...

তোমার রব মৌমাছির প্রতি **ওহী** করেন পাহাড়, গাছ ও যে মাচা তারা (মানুষ) তৈরি করে তাতে বাসা (মৌচাক) বাঁধার জন্য। অতঃপর প্রত্যেক ফল-ফুল থেকে কিছু কিছু খাও, তারপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ করো। ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৬৮-৬৯)

ব্যাখ্যা : মৌচাক তৈরি করা এবং ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে জমা করা ভীষণ সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ। আয়াতটি থেকে জানা যায়– মৌচাক তৈরি করা, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাকে মধু জমা করার পদ্ধতি মহান আল্লাহ মৌমাছিকে **ওহী** করেন। আর ঐ পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ সহজ বলে উল্লেখ করেছেন।

মৌমাছির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। আবার মৌমাছিকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহান আল্লাহ তার পেছনে কোনো শয়তানও লাগিয়ে রাখেননি। অন্যদিকে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে মৃত্যুর পর মৌমাছির কোনো পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থাও আল্লাহ রাখেননি। তারপরও সকল মৌমাছি যেন তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন যথাযথভাবে করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে **ওহী** করেন। মৌমাছি তাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে সে **ওহী** বুঝে নিয়ে ও অনুসরণ করে মৌচাক তৈরি করে। তারপর ফুল হতে মধু সংগ্রহ করে এনে সেখানে জমায়। অর্থাৎ মৌমাছি মহান আল্লাহর প্রেরিত **ওহী** অনুসরণ করে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধন করে।

মানুষকেও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য হলো– নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটিতে।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহান আল্লাহ তার পেছনে গভীর কুচক্রী শয়তানকে লাগিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে মৃত্যুর পর মানুষের পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাই, সকল মৌমাছির যেমন সরাসরি আল্লাহর কাছ হতে জ্ঞান লাভ করে জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা আছে তেমনি সকল মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছ হতে সরাসরি জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা পাওয়ার একটি ব্যবস্থা থাকা যৌক্তিক তথা Common sense/আকল সম্মত।

আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল কুরআন

কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)
আমাদের গবেষণা মতে, কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ৯টি। যথা–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআন বিরোধী কথা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. অতীন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া সকল সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় আকলের রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষ চালু আছে অর্থাৎ কুরআনের কোনো আয়াতের শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হয়নি বিষয়টি মনে রাখা।
৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।
৯. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আর কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান এবং অন্য ৮টি মূলনীতির মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বোঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

কোনো বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা Common sense/ আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। সুতরাং এ আয়াত অনুযায়ী, একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা থাকা– ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

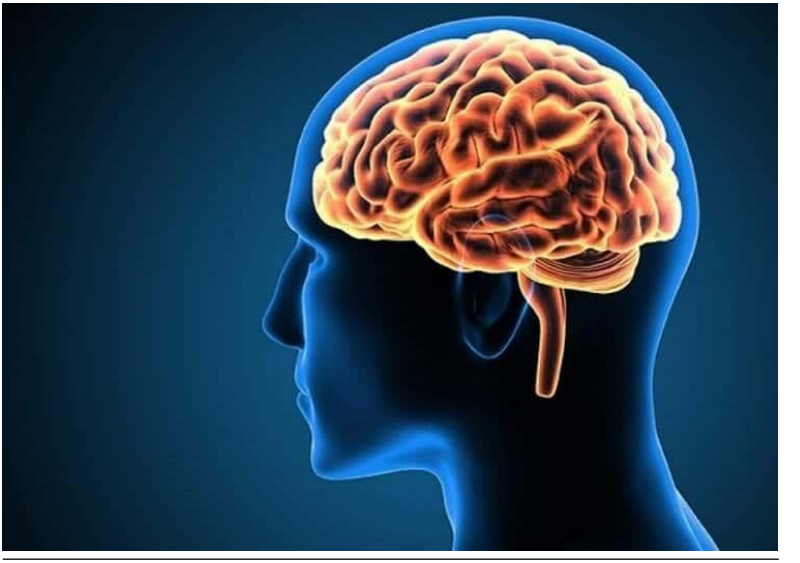

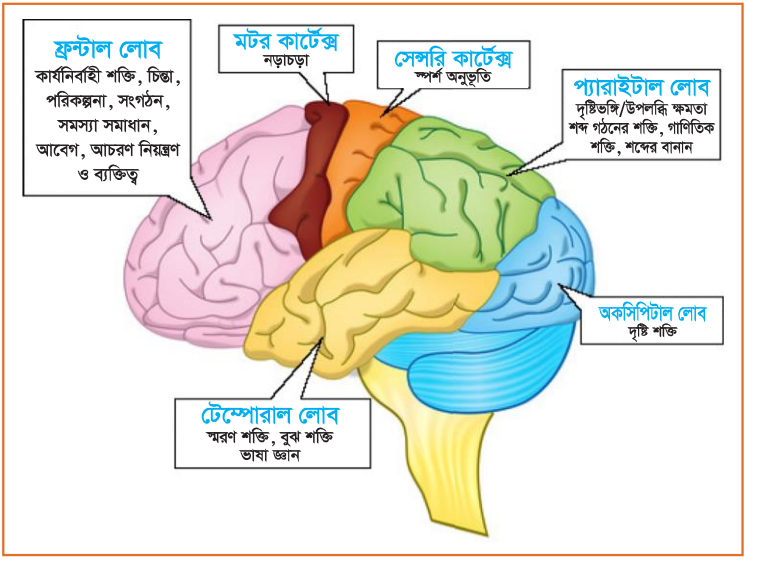

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বুঝার জন্য কিছু জ্ঞান আগে থেকে মাথায় থাকা প্রয়োজন। মানব সভ্যতার অতীত জ্ঞানে সে বিষয়গুলো মানুষের মাথায় ছিল না। তাই, অতীতের মানুষেরা আলোচ্য বিষয়টি ধারণকারী কুরআনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দিক দিয়ে মানব সভ্যতার জ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। সে সকল জ্ঞানের ভিত্তিতে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বোঝা ও ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ হয়েছে।

এ বিষয়সমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞানার্জন বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে কী তথ্য আল কুরআনে আছে–

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ... ...

অনুবাদ (‘ওহী’ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনাসামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার

অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি সকল মানুষকে সামনে রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষের শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনাসামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. 'ওহী'-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং সেটির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বুঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো– SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

তাই আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে যে সকল বিষয় জানা থাকতে হবে–

১. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি।
২. আল্লাহর সার্ভারে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর)।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শরীর বিজ্ঞান।

মোবাইল ফোনে SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি : SMS বা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি নাম্বারে যুক্ত থাকা মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় উক্ত নাম্বারের স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি

একই পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেয় বার্তাটির প্রাপকের নাম্বার যুক্ত থাকা মোবাইল সেটে। প্রাপকের সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে। প্রাপক উত্তর দিলে সে উত্তর একই পদ্ধতিতে স্যাটেলাইটের সার্ভার (Server) হয়ে বার্তাটি যে ব্যক্তি পাঠিয়েছে তার মোবাইল সেটে চলে যায়।

অর্থাৎ SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে– দৃশ্যমান কোনো বস্তুকে (অক্ষর/ছবি/চিহ্ন) সেন্সরের সাহায্যে সিগন্যালে পরিবর্তন করা যায় এবং দূরবর্তী কোনো জায়গায় বিশেষ রিসিভশন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে (মোবাইল সেট) সিগন্যাল রিসিভ করে পর্দায় তা দেখা যায়। মোবাইল প্রযুক্তির এই ক্ষুদে বার্তার এক মোবাইল থেকে আরেক মোবাইলে যাওয়া পর্যন্ত সকল চলাচল হয় আল্লাহর তৈরি ও মানুষের উদ্ঘাটন (Discover) করা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও Quantum entanglement কর্মনীতি (Programme)অনুসরণ করে।

আল্লাহর সার্ভারে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) : প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNA (Deoxyribonucleic acid) নম্বর। এ নম্বর সকল মানুষের জন্য আলাদা আলাদা/অদ্বিতীয় (Unique)।

মানুষের ব্রেইন যেভাবে কাজ করে : মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো, মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরি হয়। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী ওয়েভটির ধরনও ভিন্ন হয়। ছবি দেখুন–

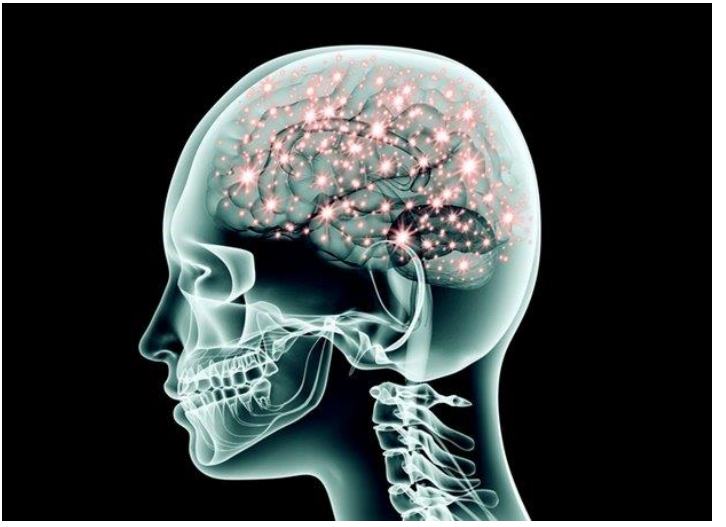

চিন্তা-ভাবনা করার সময় ব্রেইন হতে ওয়েভ বিচ্ছুরিত হওয়ার ছবি

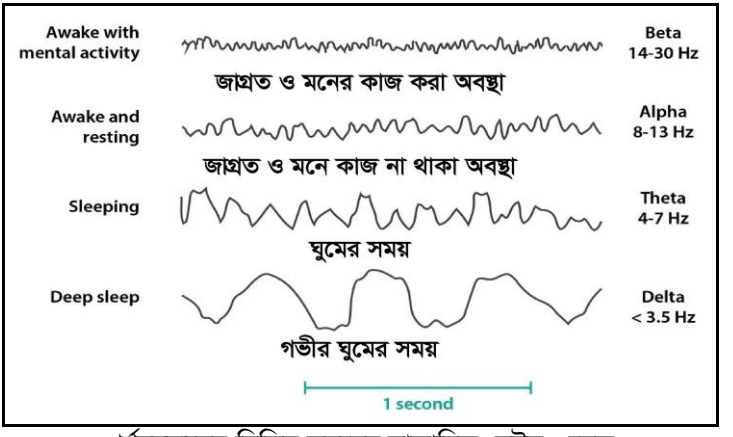

পূর্ণবয়স্কদের বিভিন্ন সময়ের স্বাভাবিক ব্রেইন ওয়েভ

স্বাভাবিক অবস্থার মনের কাজের ওয়েভ

মৃগী রোগীর মনের অবস্থার ওয়েভ

বর্তমানে ব্রেইন থেকে নির্গত বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি কী চিন্তা করছে তা বের করার যন্ত্রও মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে। তবে তা প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান পদ্ধতি : মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি, আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) এবং মানুষের ব্রেইন বিষয়ক উপর্যুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সামনে থাকলে আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ ওহীর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো–

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান হয় SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের মধ্যে। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলো এবং তার উত্তরও মেমোরী/ডাটাবেজ আকারে দেওয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তৈরি হওয়া বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) আল্লাহর তৈরি করে রাখা সার্ভারে চলে যায়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ (Analysis) করে বুঝতে পারে মানুষটি কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন ID নম্বর (DNA নম্বর) থেকে প্রশ্নটি এসেছে। সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ ID নম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বার্তা/জ্ঞান যাওয়া আসার পদ্ধতিটির নাম হলো Quantum entanglement। এখানে সময়ের পরিমাণ প্রায় শূন্য। অবশ্য এটি এখনো প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

আল্লাহর সাথে এই তথ্য আদান-প্রদানের ঘটনাটি হয় সম্পূর্ণ অতিপ্রাকৃতিকভাবে এবং ক্ষুদে বার্তা চলাচলকারী তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও Quantum entanglement পদ্ধতি তথা মোবাইল ক্ষুদে বার্তা (SMS) প্রদান এবং গ্রহণ পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতিতে।

তবে এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আকল উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা/উদাহরণ ও সত্য কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. গ্রহণযোগ্য হবে– কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।

২. গ্রহণযোগ্য হবে না– কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

তথ্য-২.১

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ ... ...

তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যাকে হিকমাহ দেওয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর এক সম্পদ দেওয়া হয়।... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৬৯)

তথ্য-২.২

... ... وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ ... ...

... ... আর তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামত এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ (জ্ঞান) দেন তা স্মরণ করো। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৩১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বোঝার জন্য ২টি বিষয় মনে রাখতে হবে–

১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কোনো কিছু হওয়ার অর্থ হলো– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে হওয়া।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল অনুযায়ী 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত হওয়া অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

প্রথম আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে মানুষ 'হিকমাহ' পায়। আর দ্বিতীয় আয়াতটি থেকে জানা যায়– 'হিকমাহ' অবতীর্ণ হয়। তাই, আয়াত দুটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করলে 'হিকমাহ' নাযিল হয়। অর্থাৎ Common sense/আকল উৎকর্ষিত হলে অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত হয়।

তাহলে ১ ও ২ নং তথ্যের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. একজন মানুষকে প্রথমে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে তার Common sense/আকলের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত করতে হবে।

২. তারপর সে যখন কোনো নতুন বিষয় অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয় এবং তাকে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হয়।

৩. প্রশ্নগুলো আল্লাহর সার্ভারে (Server) চলে যায়। Quantum entanglement পদ্ধতি অনুযায়ী প্রায় শূন্য সময়ের মধ্যে আল্লাহর সার্ভার হতে তার Common sense/আকলে থাকা জ্ঞান ব্যবহার করে এবং দরকার হলে নতুন জ্ঞান যোগান দিয়ে ব্যক্তির ব্রেইনে প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার ক্ষমতা অবতীর্ণ করা/যোগান দেওয়া হয়। এ তথ্যটি ব্যাখ্যামূলকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরের তথ্যগুলোর মাধ্যমে।

তথ্য-৩

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

আর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি কাছে। আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে। সুতরাং তারাও যেন আমার কথার উত্তর দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) আমি অতি কাছে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর তৈরি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্র, মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সার্ভার (Server) ইত্যাদি মানুষের অতি কাছে। অর্থাৎ আল্লাহর সার্ভার থেকে মানুষের মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর তাদের ব্রেইনে পৌছে যায় প্রায় শূন্য সময়ে (According to the theory of Quantum entanglement)।

'আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সার্ভারের (Server) মাধ্যমে মানুষের মনে জাগা সকল প্রশ্নের উত্তর দেন।

'সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয়' অংশের ব্যাখ্যা : মানুষেরা যেন আমার জানানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ পালন করার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের উত্তর দেয়।

'এবং আমার প্রতি ঈমান আনে' অংশের ব্যাখ্যা : ঈমান অর্থ জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা হলো– মানুষকে আমার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ নির্ভুলভাবে জানার জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

'যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষ জীবন চলার সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

তথ্য-৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে/প্রশ্ন করে যা তোমাদের জীবন দান করে (জীবনের জন্য কল্যাণকর) তখন তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া/উত্তর দেবে। আর জেনে রেখো– আল্লাহ মানুষ (মানুষের ব্যক্তি সত্তা) ও তার মনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। আর নিশ্চয় তারই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

(সুরা আনফাল/৮ : ২৪))

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে যারা ঈমান এনেছো! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে/প্রশ্ন করে যা তোমাদের জীবন দান করে (জীবনের জন্য কল্যাণকর) তখন তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া/উত্তর দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশে ঈমানদারদের রসূল (স.)-এর ডাক বা প্রশ্নের সাড়া বা উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

'আর জেনে রেখো– আল্লাহ মানুষ (মানুষের ব্যক্তি সত্তা) ও তার মনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশে ঈমানদারদের রসূল (স.)-এর ডাক বা প্রশ্নের সাড়া বা উত্তর দেওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য মহান আল্লাহর অবস্থান জানানো হয়েছে। সে অবস্থান হলো– মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও মনের মধ্যবর্তী স্থান।

আল্লাহর অবস্থান বলতে বুঝানো হয়েছে মহান অল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থান। মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও মনকে যেমন আলাদা করা যায় না তেমনি মানুষের মন ও অল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থানকে আলাদা করা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় Quantum entanglement। তাই, মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহর কাছ হতে মানুষ প্রায় শূন্য সময়ে পেয়ে যায়।

তথ্য-৫

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ .

বলো, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও অতঃপর তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকো। (বুঝতে পারবে) তোমাদের সঙ্গী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

(সুরা সাবা/৩৪ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রসূল (স.)-কে যে সকল কাফিররা পাগল, যাদুকর ইত্যাদি বলতো তাদেরকে মহান আল্লাহ দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ভাবতে বলেছেন। তারপর বলেছেন ভাবলেই তারা বুঝতে পারবে রসূল (স.) পাগল নন। এ হতে বোঝা যায়– কোনো কিছু নিয়ে ভাবলে সেটি বুঝা বা জানার বিষয়টি ঘটে মহান আল্লাহর কাছ হতে জ্ঞান বা তথ্য আসার মাধ্যমে।

তথ্য-৬

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

(সুরা লাইল/৯২ : ৪-১০)

আয়াতভিত্তিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ.

অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

ব্যাখ্যা : মানুষের জ্ঞান, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ .

অতঃপর যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়া কথাটির ব্যাখ্য হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া।

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ.

আর উত্তমকে সত্য প্রতিপন্ন করল।

ব্যাখ্যা : উত্তম বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ.

অতঃপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে।

ব্যাখ্যা : সহজটি বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই ঐ ধরনের মানুষ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী, আমার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শুন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য সহজ জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো।

ব্যাখ্যা : ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।
ব্যাখ্যা : কঠিনটি হলো– অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থা। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই ঐ ধরনের মানুষ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শুন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থার পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

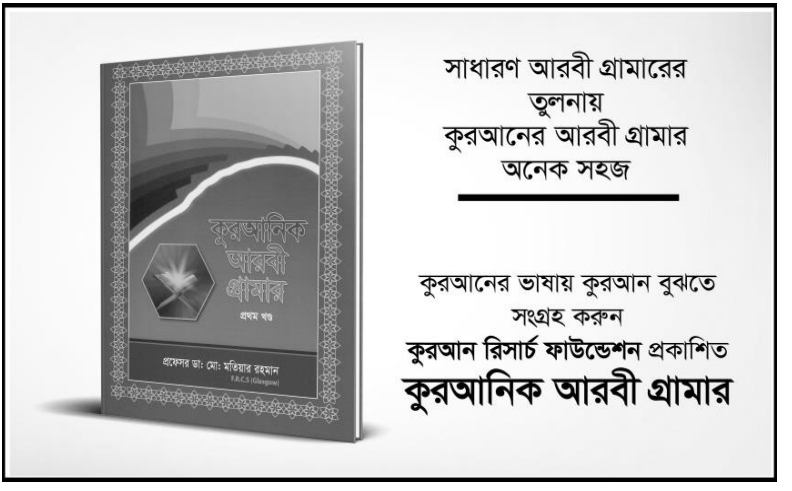

আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল হাদীস

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি ৪টি–

১. সঠিক হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে; বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. সঠিক হাদীস, সঠিক Common sense-এর (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।
৪. সঠিক হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

এ মূলনীতিসমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক– মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞানার্জন বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে কী তথ্য সনদ ও মতন সহীহ হাদীসে আছে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...حَدَّثَنَا قُتَيْبَة ... ...عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- গ্রন্থসমূহ–
  ১. বুখারী, হাদীস নং- ১১০৯
  ২. আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং- ৭০৩
  ৩. বাইহাকী, হাদীস নং- ১০৬০১
  ৪. নাসাঈ, হাদীস নং- ১০৩৩২
  ৫. আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪০
  ৬. তিরমিযী, হাদীস নং-৪৮০।
  ৭. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন : ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২৬২

অংশভিত্তিক অনুবাদ

ইমাম বুখারী (রহ.) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ،

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন– রসূল (স.) আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা :

১. ইস্তিখারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ হতে জ্ঞান পাওয়া যায়।

يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ،

তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অতঃপর এ দু'আ পড়ে– হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ،

আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না। আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য ওটার (সফল হওয়ার) প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দিন)।

وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي

অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের প্রোগ্রাম (জানা, বোঝা ও অনুসরণের) ব্যবস্থা করুন তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করুন।

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

তিনি বলেছেন– هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়–

১. ইস্তিখারা সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো– কোনো একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কল্যাণকর হবে কি না সেটি তিনকালের জ্ঞানের আধার আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে জেনে নেওয়া।

২. অতঃপর কাজটি শুরু করলে তাতে সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর যে প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা আছে তা জানা-বোঝার জন্য দিকনির্দেশনা চাওয়া।

৩. কাজটি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যে ধরনের শক্তি দরকার তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

৪. কাজটি কল্যাণকর না হলে সেটি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া এবং কল্যাণকর অন্য কোনো কাজ করার দিকে মনকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া।

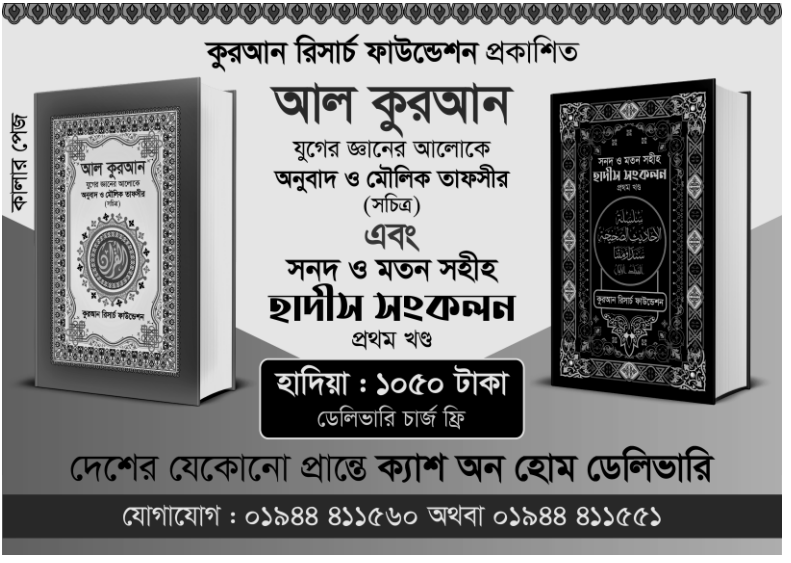

আল্লাহ প্রেরিত ক্ষুদে বার্তার (SMS) আলোকে নেওয়া সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার জন্য মানুষের করণীয়

মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ঐ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক হওয়ার ওপর নির্ভর করে মানুষের অনেক কাজের সফলতা। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সফলতা। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি মহান আল্লাহর সার্ভার হতে মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত ক্ষুদে বার্তা (SMS) আকারে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা আসে। আর এ ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রেখেছেন মানুষকে জীবন পরিচালনায় সহায়তা করা জন্য। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি মানুষের বেশ সিদ্ধান্ত ভুল হয়। তাই, জীবনে নেওয়া সকল বা অধিকাংশ সিদ্ধান্ত যাতে সঠিক হয় সে জন্য কী করতে হবে তা জানা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। আমরা এখন এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

যুক্তি/Logic

দুটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে–

বর্তমান যুগের কম্পিউটার একটি যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি। এ যন্ত্রটি আবিষ্কার হওয়ার পর জ্ঞান সম্পর্কিত অনেক বিষয় বোঝা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। প্রকৌশলীগণ তৈরি করার সময় একটি বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytic power/Processor) ও কর্মনীতি (Programme) কম্পিউটারে সংযোজন করে দেন। ঐ বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও কর্মনীতির ভিত্তিতে কম্পিউটার বেশ কিছু কাজ সঠিকভাবে করে দিতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় সমাধান করতে পারে না। **তবে,** নতুন জ্ঞান তথা নতুন তথ্য-উপাত্ত বা ডাটা উক্ত Memory-তে যুক্ত করলে RAM উক্ত তথ্য উদ্ধার করতে পারে এবং ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কম্পিউটার সঠিক ফলাফল দিতে পারে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্রটি নতুন বিষয়ের সমাধান দিতে পারে। আবার ভুল জ্ঞানের (Virus) কারণে কম্পিউটারের ক্ষমতা কমে যায়।

বর্তমান যুগের মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকা Common sense/আকলও জন্মগতভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছ হতে পাওয়া একটি জ্ঞানের শক্তি। এ জ্ঞানের শক্তিটিরও একটি বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme) মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। এ শক্তিটি তার সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor)-কে কাজে লাগিয়ে যাচাই-বাছাই করে অনেক বিষয়ের সঠিক রায় দিতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় যাচাই করার ক্ষমতা সৃষ্টিগতভাবে শক্তিটিকে দেওয়া হয়নি। আবার দেখা যায়– একই বিষয়ে এক ব্যক্তির Common sense/আকলের রায় সঠিক কিন্তু অন্য একজনের রায় ভুল। অর্থাৎ শক্তিটি অবদমিত হয়। সঠিক বা ভুল রায় নির্ভর করে মানুষের মনে থাকা সঠিক বা ভুল তথ্য-উপাত্ত বা জ্ঞানের ওপর।

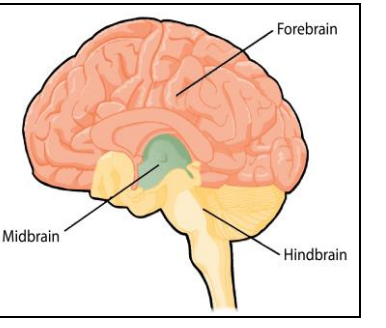

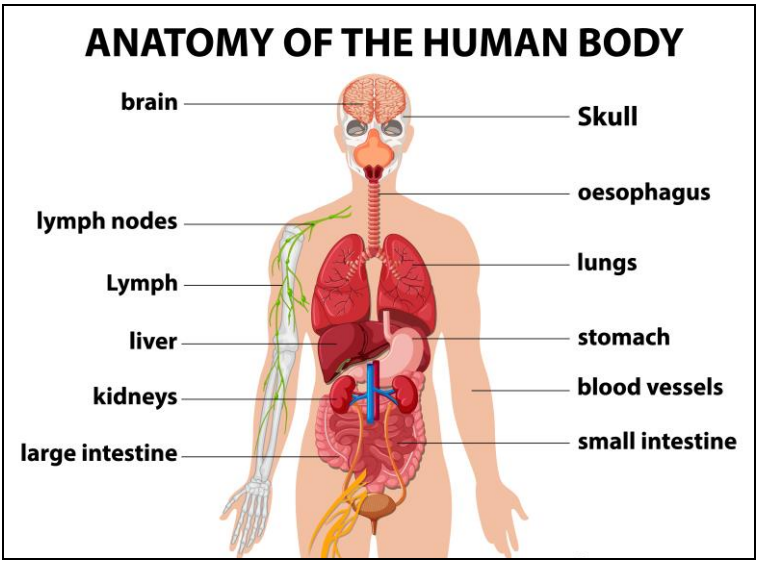

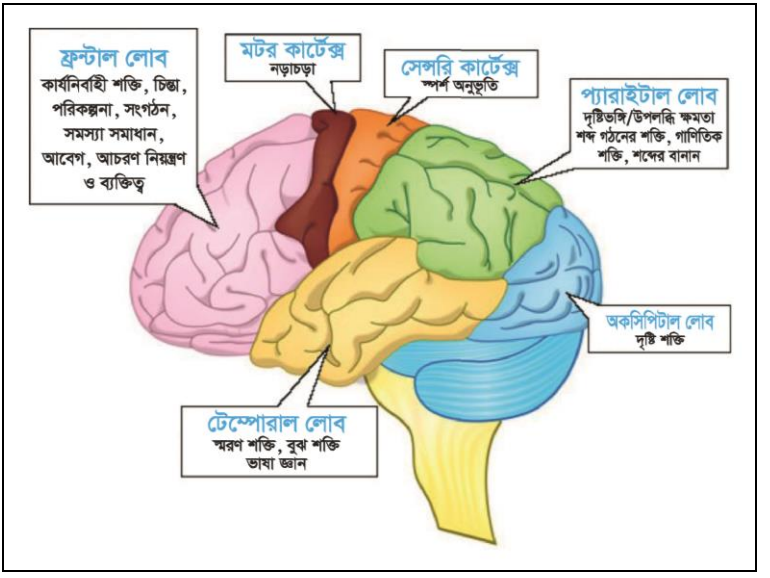

তাহলে কম্পিউটার ও মানব ব্রেইনের উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটি সকল মানুষের কাছে আছে। তাই এ শক্তিটিকে যদি মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার ব্যাপারে ব্যবহার করা উপযোগী হয় তবে সকল মানুষের জন্য তা উপকারে আসবে।

তবে শক্তিটির সমস্যা হলো–

১. সকল বিষয় যাচাই করার ক্ষমতা শক্তিটিকে সৃষ্টিগতভাবে দেওয়া হয়নি।

২. শক্তিটি ভুল শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দিয়ে অবদমিত হয়। তাই, এটির সকল রায় সঠিক হয় না।

শক্তিটির উল্লিখিত দুটি সমস্যার উত্তরণ হতে পারে যদি–

১. শক্তিটিকে উৎকর্ষিত করে এমন পর্যায়ে যাওয়া যায় যে, এটি আল্লাহর কাছ হতে আসা সকল ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করে।

২. শক্তিটির দেওয়া রায় নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উল্লিখিত দুটি যোগ্যতা পাওয়ার কোনো দিক নির্দেশনা কুরআন বা সুন্নায় আছে কি না।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense/ আকল)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense/আকলকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense/আকলকে) অবদমিত করবে। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার শক্তি Common sense/আকল দিয়েছেন।

৯ নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে– অবশ্যই সে সফল হবে যে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করবে। এ সফলতার কারণ হলো– Common sense/আকল উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। ফলে তার আমল সঠিক হবে। তাই সে সফল হবে।

১০নং আয়াতে বলা হয়েছে– অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে Common sense/আকলকে অবদমিত করবে। এ ব্যর্থতার কারণ হলো– Common sense/আকল অবদমিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল ভুল হবে। তাই সে ব্যর্থ হবে।

♣♣ তথ্যটির আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয় বা উৎকর্ষিত ও অবদমিত করা সম্ভব।

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও **সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী**।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে– কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

♣♣ ১ ও ২ নং তথ্যের আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে যদি কুরআনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করা যায় তবে সে Common sense/আকল মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড হতে পারে।

তথ্য-৩.১

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ এবং মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশনা, অনুগ্রহ এবং সুসংবাদ।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

তথ্য-৩.২

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

আমরা কিতাবে (আল কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।
(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে পজিটিভ ও নেগেটিভাবে উপস্থাপন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনে ইসলামের সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ আছে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানব জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় কুরআনে নেই। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের খুঁটিনাটি (নফল) বিষয়গুলো কুরআনে নেই। আবার পোশাকের ডিজাইন, টুপি বা পাগড়ী মাথায় দেওয়া, দাড়ি রাখা ইত্যাদি আমলের কথাও কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই।

তাই, এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানব জীবনের সকল দিকের মৌলিক বিষয়গুলো কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সে দিকগুলো হলো– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি। আর এ বিষয়গুলোর কিছু জানানো হয়েছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিতে।

♣♣ ১, ২ ও ৩ নং তথ্যের আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে আল কুরআনের সকল জ্ঞান/তথ্য সরবরাহ করা যায় তবে সে Common sense/আকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন উৎকর্ষিত হবে যে, সেটি মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা সকল মৌলিক ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড হবে (আকলে সালিম/মাহমুদ)।

তথ্য-৪.১

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।
(সুরা ইউসুফ/১২ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে যাতে মানুষ তা পড়ে জ্ঞানভান্ডার বাড়িয়ে Common sense-কে উৎকর্ষিত করে কাজে লাগাতে পারে।

তথ্য-৪.২

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

নিশ্চয় আমরা এটিকে বানিয়েছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৩)

ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতের অনুরূপ।

তথ্য-৪.৩

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা (কাঠিন্য/চতুরতা) নেই, যাতে তারা (আল্লাহ) সচেতন হতে পারে।

(আয যুমার/৩৯ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

১. আরবি ভাষার কুরআনে কোনো কাঠিন্য/চতুরতা নেই।
২. এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষকে আল্লাহ-সচেতন করার জন্য।

স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় জানা ও মানা। আল্লাহ-সচেতন কথাটির ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা। আল্লাহ সম্পর্কিত সকল মৌলিক বিষয় জানার একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

তাই, সহজে বলা যায়, আয়াতটির প্রধান শিক্ষা হলো– মানুষকে কুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে অধিক আল্লাহ সচেতন হতে হবে। অতঃপর ঐ উৎকর্ষিত Common sense/ আকল ব্যবহার করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

তথ্য-৫

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতামূলক তথ্য বর্ণনা করেছি যাতে তারা সচেতন হয় অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/তথ্য সরবারাহ করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

ব্যাখ্যা : الْوَعِيدِ শব্দটির একটি অর্থ হলো– সতর্কতামূলক তথ্য। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের সতর্ককারী তথ্য আছে।

আয়াতটির শেষে আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের সতর্ককারী তথ্য উপস্থাপন করার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সে কারণ হলো–

১. সেগুলো হতে শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞানভান্ডার বাড়িয়ে মানুষ যেন তার জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করতে পারে।
২. কুরআন তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/তথ্য সরবারাহ করে।

♣♣ উল্লিখিত ৫টি তথ্যের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে আল কুরআনের সকল জ্ঞান/তথ্য সরবরাহ করতে পারলে সে Common sense/আকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন উৎকর্ষিত হবে যে সেটি মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা সকল মৌলিক ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড হতে পারে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজেব বিন ওয়ালীদ (রহ.) *থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ

হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২৬।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– প্রত্যেক মানব শিশু আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন বুনিয়াদি Common sense/আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ সেটিকে পরিবর্তন করে তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ Common sense/ আকল অবদমিত হয়। যেটি অবদমিত হয় সেটি উৎকর্ষিতও হয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ...حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ... ... ...عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : " كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৯০৬।
- এ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশের ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত Common sense/ আকল অন্যগ্রন্থ (হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞান, ইতিহাস,ভূগোল ইত্যাদি) বা সমাজে চালু থাকা যেকোনো কথা যাচাই করে গ্রহণ/বর্জন করার মানদণ্ড হবে।

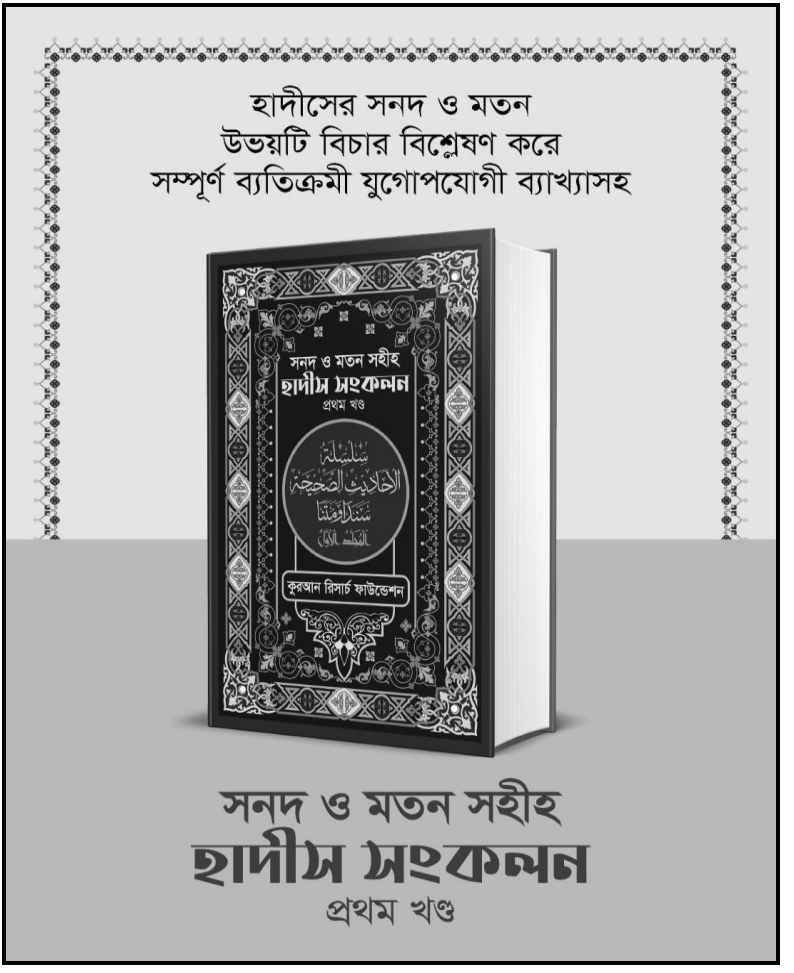

শেষ কথা

সুধী পাঠকবৃন্দ! পুস্তিকার তথ্যগুলো জানার পর আশাকরি বুঝতে পেরেছেন যে- মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ সকল মানুষের আছে। অতীতে মানব সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন ও সুন্নাহর তথ্যগুলোর সঠিক মর্ম বুঝা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এটি কঠিন নয় যদি কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকে। সাথে সাথে Common sense/আকলকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়। আশাকরি পুস্তিকাটি মুসলিম জাতি ও মানব সভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে।

মু'মিন ভাইয়ের লেখার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া পাঠকের দায়িত্ব। আর লেখকের দায়িত্ব সঠিক হলে তা গ্রহণ করা। আপনাদের দোয়া চেয়ে এখানেই শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

সমাপ্ত

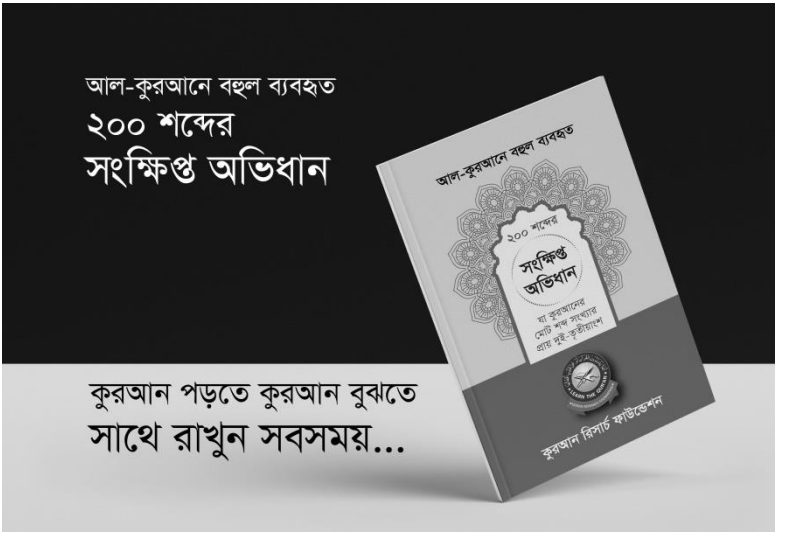

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর,
  ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২

- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬
- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ **চট্টগ্রাম**

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...